গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মুল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১.০	**প্রকল্পের নাম**	:	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু এবং শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)।
২.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩.০	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	পটুয়াখালী জেলা।
৫.০	**প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়**	:	১৮২১৪.৩২ লক্ষ টাকা।
৬.০	**প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল**	:	০১/০১/২০০৯ থেকে ৩০/০৬/২০১৭

৭.০ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে তিনটি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর ২০/০৪/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের ৪৯তম, ৬১তম এবং ৬৬তম কিলোমিটারে (খেপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুরে ফেরীর পরিবর্তে) ৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩০.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ০৭/১২/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধিত ডিপিপি মোট ১৮২.১৪৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯, হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৭/০২/২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৮.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে ৩টি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৯.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

- ২.৪৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ;
- ১.৬৯৬ ল.ঘ.মি: মাটির কাজ (ভিত্তি ও এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ);
- ১৭৮২.৫০ মিটার/৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ;
- ২.৭৯৫ কি.মি. সার্ফেসিং সহ পেভমেন্ট নির্মাণ;
- ১৭৭৬.০০ মিটার ফেন্ডার পিলার নির্মাণ;
- ৩৮০২.৯০ মিটার সার্ফেস ড্রেন নির্মাণ;
- ৩৫৮৮৯.২৪ রক্ষাপ্রদ কাজ (ব্লক, আরসিসি প্যালাসাইডিং, ম্যাট্রেসিং, রিটেইনিং ওয়াল) ইত্যাদি কার্যক্রম।

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১০.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

১০.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৪ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ/পিপিআর) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয়; ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা);

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

১০.৯ নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ, আন্ত:আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে প্রকল্পটি সহায়ক হবে কি-না এ বিষয়ে মতামত প্রদান;

১০.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্মিত সেতুসহ অন্যান্য অবকাঠামো টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

১০.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.১২ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা এবং ত্রুটি/দুর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন। প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১০.১৩ প্রকৌশলগত দিক থেকে মূল সেতুসহ অন্যান্য অবকাঠামোর life time/Design life এর যথাযথ মূল্যায়ন;

১০.১৪ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগ্রহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রভাব মূল্যায়ন ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১০.১৫ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে এবং বেজলাইন সার্ভের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচান করা;

১০.১৬ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১৭ প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের বিষয়াবলি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি);

১০.১৮ আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• সেতুসহ সড়ক নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টীম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টীম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৭ (সাত) বছরের অভিজ্ঞতা; • সেতুসহ সড়ক নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
	গ) সেতু ও সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • সেতুসহ সড়ক নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।
	ঙ) পরিসংখ্যানবিদ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় ডাটা সংগ্রহ, ডাটা সংগ্রহ, ডাটা এনালাইসিস, রিপোর্ট প্রণয়ন , Statistical Software Package পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।